কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ১৮ মার্চ ২০২৬
৪ চৈত্র ১৪৩২। ২৮ রমজান ১৪৪৭

North South University Library ★1992★

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে দার্শনিক লক্ষ্য নির্ধারণ সবচেয়ে বেশি জরুরি

সাক্ষাৎকার

প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে দীর্ঘ সময় কথা বলেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুল হান্নান চৌধুরী। বাংলাদেশ, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৮ বছরের শিক্ষকতা ও গবেষণার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। পরিসংখ্যান সম্পর্কিত ৬৫টিরও বেশি প্রবন্ধ ও দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৭৫টিরও বেশি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। তিনি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার নানা অসংগতির কথা তুলে ধরে সমাধানের পথও বাতলে দিলেন। তাঁর বিশেষ এই সাক্ষাৎকার নিয়েছেন কালের কণ্ঠের সাকিব সিকান্দার ও নাইমুর রহমান

প্রথমেই খুব সাধারণ একটা প্রশ্ন—বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন এবং এর ভালো দিক এবং উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা কী কী?

—প্রথমেই বলি, স্বাধীনতার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের শিক্ষার গুণগত মানের একটি নিম্নমুখী প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করছি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। কিন্তু এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে মানসম্মত শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে ধরনের অবকাঠামো, মানবসম্পদ এবং শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োজন, রাষ্ট্র হিসেবে আমরা তা যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারিনি। শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে যাকে আমরা 'সার্ভিস ডেলিভারি' বলি, সেই সেবাটিই কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছায়নি। টিচিং ও লার্নিং মেথডে ঘাটতি রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অসামঞ্জস্য শিক্ষাব্যবস্থা। আমাদের দেশে একদিকে বাংলা মাধ্যম, অন্যদিকে ইংরেজি মাধ্যম, আবার কোথাও বাংলা ও ইংরেজির মিশ্র মাধ্যম। এর পাশাপাশি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে, আবার কারিগরি শিক্ষাও আছে। এই প্রতিটি ধারার মধ্যেই শিক্ষাদানে বিভিন্ন ঘাটতি বিদ্যমান। ফলে একজন শিক্ষার্থীর যে ধরনের মানসিক সক্ষমতা বা মেন্টাল অ্যাপটিচিউড লেভেল তৈরি হওয়া দরকার, তা বিভিন্ন ধারার শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমভাবে গড়ে ওঠে না। সব মিলিয়ে শিক্ষাব্যবস্থায় এক ধরনের অসামঞ্জস্য বা 'গ্যাপ' তৈরি হয়েছে। তবে ইতিবাচক দিকও রয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নিজেদের সক্ষমতা দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। এখানে বৈচিত্র্য আছে, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে আসা শিক্ষার্থীরা ভিন্ন অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ভুবন নিয়ে শিক্ষাজগতে প্রবেশ করে। এই বৈচিত্র্যকে যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় এবং উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে তাদের মধ্যে একটি সমন্বিত বিশ্লেষণধর্মী মানসিকতা তৈরি করা যায়, তাহলে সেটিই ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ভিত্তি হতে পারে।

এই 'গ্যাপ'টা কোথায় হচ্ছে?

—বিশেষ করে, অষ্টম শ্রেণি থেকে নিচের স্তরে বড় ধরনের একটি গ্যাপ তৈরি হচ্ছে। ভাষাভিত্তিক জ্ঞানের ঘাটতি ও স্টেম-ভিত্তিক (সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যাথমেটিকস) সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা না থাকায় এমনটি হচ্ছে। আজকের বিশ্বে এই চারটি বিষয় সমন্বিতভাবে শেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি যেকোনো শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই সম্ভব। এমনকি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও। কিন্তু বাস্তবে আমরা সেই অবকাঠামো ও প্রস্তুতি তৈরি করতে পারিনি। ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু তার পাশাপাশি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গণিতের শিক্ষাও সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে। এখানে বড় সমস্যা হলো—সব বিষয়ে পর্যাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষক আমরা দিতে পারছি না। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের দুর্বলতা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সনদ থাকলেও শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ নেই। অথচ একজন শিশুর শিক্ষাজীবনের শুরুতেই যদি তাকে অযোগ্য শিক্ষকের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে তার শেখার আগ্রহ